R. N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৭২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং— ৪

৬৩শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৩'শ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

দু'জন নাম প্রত্যাহার করে নিলেন, চারজন থাকলেন

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ ফেব্রুয়ারী—আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে ছ'জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন। তার মধ্যে দু'জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। গতকাল ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। যাঁরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তাঁরা দু'জনই নির্দল প্রার্থী কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায় ও জগন্নাথ গুপ্ত। থাকলেন লুৎফল হক (কংগ্রেস), শশাঙ্কশেখর সান্যাল (সি পি এম), টি এ নুরন্নবী (নির্দল) এবং মহঃ ইসরাইল (মুসলিম লীগ)। এস ইউ সি এই কেন্দ্রে কোন প্রার্থী দেননি। ফলে এবার এই কেন্দ্রে লড়াই হবে চতুর্মুখী।

নির্বাচনী প্রচার অভিযান এখন পর্যন্ত জোরদার হয়েছে কংগ্রেসের ও জনতা পারটির। কংগ্রেসের লুৎফল হকের সমর্থনে প্রচার অভিযান চলছে গ্রামে গ্রামে। আর এস পি এবং সি পি এম একযোগে জনতা পারটির শশাঙ্কশেখর সান্যালের সমর্থনে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে মিছিল ও পথসভার মাধ্যমে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের এই অভিযান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে বলে জানা গেছে। আর এস পির সংযুক্ত কিষাণ সভা, জঙ্গিপুর মহকুমা রিকসা প্যাডলারস্ ইউনিয়ন, ফেরী ইউনিয়ন, ডি ওয়াই ও; সি পি এম এবং এস এফ আই সমগ্র শক্তি নিয়ে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে জানানো হয়েছে। পারটি সুত্রের খবরে জানা গেল যে, সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু আগামী পয়লা মারচ আসছেন। ওই দিন তিনি রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি ময়দানে শশাঙ্কশেখর সান্যালের সমর্থনে একটি নির্বাচনীজনসভায় ভাষণ দেবেন।

নানা মত নানা পথ, রায় ১৬ মারচ

বিশেষ প্রতিনিধি: আর মাত্র তিন সপ্তাহ। তারপরই ভোট। জনসাধারণের রায় ১৬ মারচ। ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়ে আসর সরগরম হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়েছে, রাস্তা দিয়ে মিছিল পরিক্রমা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবার নির্বাচনের প্রধান আকর্ষণ। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এড়াতে পারছে না। বিড়ি ইউনিয়ন নিয়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাস্ত কংগ্রেসীরা কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী লুৎফল হকের হয়ে প্রচারে নামতে গররাজী। হক সাহেব বিরোধী কোন কোন কংগ্রেসী নেতার মতে মারকসবাদী কমিউনিষ্ট দল চোখের বিষ, কিন্তু জনতা পারটি মনোনীত জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সি পি আই (এম) প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যাল (সন্থলবাবু) ব্যক্তিগতভাবে চোখের মণি। কেউ

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবৈধ প্রণয়ের জের: স্বামী খুন স্ত্রী গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২১ ফেব্রুয়ারী—এ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই থানার মোরগ্রামে অবৈধ প্রণয়ের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নৃশংস একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মোরগ্রামের নন্দ দত্তের স্ত্রী পার্বতীবালার সঙ্গে গ্রামের ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ওরফে নাড়ুর অবৈধ প্রণয় গড়ে উঠে কয়েক বছর ধরে। নন্দর সঙ্গে পার্বতীবালার বিয়ে হয় বছর ছ'য়েক আগে, ছেলপুলে এখনও হয়নি। পার্বতীর সঙ্গে নাড়ুর মেলামেশার ব্যাপারটা গ্রামের সকলে জানতো, স্বামী নন্দও। নন্দ মদ খেত, বৌকে মারধোর করত। মাঝে তিন মাস সে বাড়ী ছিল না। ঘটনার কয়েকদিন আগে সে বাড়ী ফেরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রুট চারট্ তৈরী হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৩৬৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছবার জন্য রুট চারট্ তৈরী করা হচ্ছে। প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য চারজন করে অফিসারকে কাজে লাগানো হবে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছবার জন্য ৯০টি ট্রাক, ১৬টি বাস এবং ৩টি মিনি বাস নেওয়া হয়েছে। যতদূর রাস্তা আছে সেখানে বাসে বা ট্রাকে যাওয়া যাবে। কিছু কিছু এলাকায় নৌকোয় করে যেতে হবে। এজন্য অন্ততঃ ২০টি নৌকোর প্রয়োজন হতে পারে। গত শনিবার এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত।

আচ্ছা বৌ-কপালে!

নিজস্ব সংবাদদাতা: ষট্‌পত্নীক এক সামসুদ্দিন মণ্ডল ওরফে লাকফুরু মণ্ডল গত ১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে সন্ধ্যায় জনৈকা অবিবাহিতা অষ্টাদশীর নিকট মদনবাণাহত হয়ে অবৈধ প্রণয় নিবেদনের পুরস্কারস্বরূপ লাভ করে কয়েকজনের প্রহার। সালিশে বিচারে এই মেয়েটির নামে পরের দিন তাকে পাশ বইয়ে এক হাজার টাকা রাখতে হয় এবং মেয়েটিকে নিকা করতে হয়। উদ্বাহ-সূত্রে তার ছয় পত্নী গৃহে বিরাজমানা আর দুটি নিকা-না-করা আছে অন্য কোথাও। ১৫ বছর আগে লক্ষ্মী-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিবরাত্রির শেষ উপবাস

অরঙ্গাবাদ, ১৮ মারচ—পরশু ছিল শিবরাত্রি। ওই দিন পুণ্যলাভের জন্য অনেকে উপবাস করেন। আহিরণের মাহিমারঞ্জন দাস (৬৫) সেদিন সারাদিন উপোস ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি উপোস অবস্থাতেই গিয়েছিলেন আহিরণের কাছে আলমপুর ঘাটে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে। প্রথম ডুবের পর দ্বিতীয় ডুবে তিনি আর উঠলেন না। বিকেল নাগাদ তাঁর মৃতদেহটি পাওয়া গেল উজানে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক মহিমারঞ্জনবাবুর এই উপবাসই পরিণত হল শিবরাত্রির শেষ উপবাসে।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
পাট চাষের খরচ কমায়
ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস. ইণ্ডিয়া. ৮৭. লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

শব্দ মহিমা

শব্দের কি মহিমা! একই শব্দ কেমন যুগপৎ উভয় পক্ষের মনে উল্লাস ও ক্রোধের সঞ্চার করিতে পারে। ইহা কোন অভিধানগত শব্দ নহে; একটি বিশেষ্যপদ মাত্র। ব্যাকরণের বাক্য-প্রকরণগত সূত্রের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়াই শব্দটির কী অদ্ভুত সঞ্চারী শক্তি! এই শহরে বা ইহার উপকণ্ঠে অথবা আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে অল্প-বয়স্ক বা মধ্যবয়স্কদের পারস্পরিক প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্য সম্প্রদায়নির্বিশেষের মধ্যে এই শব্দটি সাম্ভাষণিক ভাষা হিসাবে সার্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। আবার কোন পথচারীর পোষাকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপর কোন জন কর্ত্তৃক এই শব্দের দ্বিত্ব উচ্চারণমাত্রই উচ্চারণকারীর মহা আনন্দ এবং লক্ষিত ব্যক্তিটির অন্তরে দ্বিতীয় রিপুর প্রবল তাড়না হইতেছে। এমন চিত্ত চমৎকারী অথচ চিত্ত বিক্ষোভকারী শব্দটি—'কুতুবপুর'। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অধিকার তাহার নাই; অথচ তাহা আজ বহু শ্রুত, বহু খ্যাত।

মাসাধিককাল পূর্বে একদা হঠাৎ শুনা গেল, জঙ্গিপুর শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে কুতুবপুর গ্রামে প্রতিদিন এক মেলা হইতেছে। বিরাট এই মেলা কোন দেবতার জন্য বা ভক্ত-সাধকের স্মরণোৎসবের জন্য ইহা নহে। পোষাক মূল্যবান কোট-প্যান্ট-গেঞ্জি-সোয়েটারের ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র হইয়াছে এটি। প্রচুর দামী দামী পোষাক জলের দামে বিক্রয় হইতেছে। সেখান হইতে বিক্রয়স্থল আরও দুই এক জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব পোষাক অবিশ্বাস্যরকমের কম দামে পাইয়া সকল শ্রেণীর ক্রেতার সমাবেশ কোন উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিক আহুত জন-সমাবেশকেও ছাড়াইয়া যায়। একশত দেড়শত টাকা মূল্যের পোষাক যথাক্রমে কুড়ি ও পঁচিশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। বিদেশী এই সব কাপড়-চোপড় নাকি চোরাপথে এখানে প্রতিদিন হাজির হইতেছে। নূতন ও পুরাতন সব রকমই আছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের গায়ে তাই দামী পোষাক উঠিয়াছে। অনেক ধনী ব্যক্তি নিজের এবং পরিবারস্থ সকলের জন্য প্রচুর প্যান্ট-কোট-সোয়েটার কিনিয়া লইয়াছেন। পোষাকের বিরাট 'লট' ক্রয় করিয়া উপযুক্ত ধোলাই অন্তে নূতনের তিলক আঁটিয়া পরবর্তীকালে প্রচুর মুনাফার সুযোগ এই সূত্রে অনেক বড় ব্যবসায়ীও করিতে পারেন। রিকশাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা প্রভৃতিরাও ক্রেতা-যাত্রীর কল্যাণে মা-লক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

বিচিত্র এই সব পোষাক ক্রয় ও পরিধানের ফলশ্রুতি হিসাবে এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদই বলা হইয়াছে। তবে পুলিশের ধরপাকড়ে কুতুবপুরের যে নূতন নামকরণ 'কোটনগর' হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ খর্ব হইতেছে। বৎসরাধিককাল পূর্বে বহুখ্যাত টাবলেটনগরের মতই কুতুবপুর গ্রাম দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে শিখা বুঝি স্তিমিত হইতে চলিল। অচিরে হয়ত ইহাও বিস্মৃতিতে ঢাকা পড়িবে। কিন্তু 'কোটনগর' আজ 'কুতুবপুর কুতুবপুর' শব্দকে যে ভাবে এখন উল্লাসে ও ক্রোধে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিয়াছে, এই সব পোষাক অব্যবহার্য না হওয়া পর্যন্ত তাহা বিদুরিত হইবে না।

নানা মত নানা পথ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেউ আবার লুৎফল হক সাহেবকে 'ভোটে হারিয়ে শিক্ষা দিতে' আগ্রহী। কংগ্রেসের নির্বাচনী ঘরোয়া বৈঠকে একজন নেতা নির্বাচনী প্রচারের আগে পূর্বশর্ত আরোপ করেছেন মিসাবন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়ে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত বৈঠক বর্জন করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। অনেকের ধারণা, এবার ভোট হবে ব্যক্তিবিশেষের উপর লক্ষ্য রেখে, দলগত প্রচারের ভিত্তিতে নয়। ব্যক্তি হিসেবে লুৎফল হক সাহেব একজন প্রবীণ রাজনীতিক এবং শশাঙ্কশেখর সান্যাল ওরফে সম্বল বাবু একজন বর্ষীয়ান পারলামেন্টারিয়ান। এবারের লড়াইও মুখ্যতঃ এই দু'জন বা দুই দলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে। তবু ১৬ মারচের আগে কিছুই বলা যাবে না। কারণ ভোটাররা রায় দেবেন সেদিনই; তার আগে নির্বাচন নিয়ে নানা মত নানা পথ যাই থাকুক না কেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভা ঃ ২০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বহরমপুর সারকিট হাউসের সামনের ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে তিনি নির্বাচনে হেরে গেলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেন না, সরে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বহরমপুর, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী যথাক্রমে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, লুৎফল হক ও আজিজুর রহমানের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেন। জঙ্গিপুর থেকে কংগ্রেসীদের বহরমপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি ট্রাক পাঠানো হয়, কিন্তু ট্রাকগুলি খালি ফিরে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। জঙ্গিপুর থেকে অনেক কংগ্রেসী নেতাই ওই দিন বহরমপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাননি বলে জানা গেছে।

কুম্ভে গিয়েছিলাম

বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"রামনাম মণিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জৌ চাহসি উজিআর।"

সারাদিনের ক্লান্তি। রাত্রে ঘুম এল। তাঁবুর মধ্যে, গঙ্গার তীরে, বালুকাবেলায় আসন বিছিয়ে কখনও গেরস্থালী পাতিনি। এই অভিজ্ঞতা প্রথম। আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে সঙ্গমে যাওয়ার একটি পথ। রাত তিনটে থেকে স্নানার্থীদের চলাচল সুরু হয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘন কুয়াশা। কুম্ভ-নগরের হাজার হাজার আলো সেই কুয়াসায় মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে। মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। নীচে বেলাভূমি। এই বেলাভূমিতে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁবুর মধ্যে বা উনমুক্ত আকাশের নীচে ঈশ্বরের গান গাইছে। পথ দিয়ে চলেছে এক একটি স্নানার্থী পুরুষের দল। মুখে এদের গান। গতিতে ছন্দ। দেহ ও মন ভক্তিতে আপ্লুত। পরেই চলেছে মেয়েদের দল। এঁরা একজন অপরের আঁচলের সঙ্গে গিঁট বেঁধে নিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে পুষ্পস্তবকের মত বাঁধা। হাতে এঁদের ফুলের সাজি। কারও মাথায় কলসি। পথ চলছেন। আর গান গাইছেন: হে জীবনদিশারী তুমি আমাদের পার কর। ত্রিবেণী মহারাণীর জয়তু তারা দিচ্ছে। শেষ রাত। সহসা লক্ষলক্ষ কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিতে সমগ্র সঙ্গমস্থল কম্পিত ও নিনাদিত হ'তে লাগল। সুরু হলো সাধুদের শিবিরে শিবিরে মঙ্গলারতি। নিস্তব্ধ নীরব প্রকৃতির বুকে এই যে দেবার্চনা—এ যে কি তা লিখে বোঝানো যাবেনা। ভোর হলো। উঠল সূর্য্য। সঙ্গমের জলে পড়ল তার ছায়া। তিনদিন রান্না হয়নি। সকাল সকাল বাজারে গিয়ে শুকনো কাঠ, চাল, ডাল ও সবজি আনা হলো। রান্না খাওয়া শেষ ক'রে সাধু সন্দর্শনে বেরুলাম। আমাদের আশেপাশে অসংখ্য কল্পবাসী সাধু রয়েছেন। এঁরা একটি মাস এই তীর্থে বাস ক'রে স্নান, সাধন ও ভজন করবেন। কয়েকজন কল্পবাসীর সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রধান সড়কগুলির পাশে পাশে সাধুদের ছাউনি পড়েছে। প্রত্যেক ছাউনির এক একজন মণ্ডলেশ্বর আছেন। এঁদের সঙ্গে অনেক সাধু আছেন। কি ক'রে যে এঁদের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু সর্বত্র প্রাচুর্য্যই দেখলাম। কোন ছাউনিতে রামায়ণ, কোথাও গীতা বা চণ্ডী, কোথাও রামচরিত মানস পাঠ হচ্ছে। কোথাও লক্ষ যজ্ঞ। আবার কোথাও রামনাম। সর্ব্বত্র গতি, আনন্দ আর শান্তি। অন্নসত্রেরও অভাব নেই। এস-খাও-যাও বা ভজন কর। সাধুদের শিবিরগুলি যেন এক একটি ছবি। পরপর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। চলতে চলতে নানক-শাহী শিবিরের পাশে দাঁড়ালাম। এঁরা এসেছেন পাঞ্জাব থেকে। ছাউনির মধ্যে সুসজ্জিত মঞ্চের উপরে রাখা হয়েছে গুরু নানকের গ্রন্থ জপজী। গ্রন্থ মহারাজের পূজা, আরতি ও কীর্ত্তন হচ্ছে। কয়েকজন সেখানে গোল হয়ে বসে জপজী পাঠ কচ্ছেন। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ না শব্দটি নেই। ছাউনির মধ্যে লোক-সংখ্যা কম নয়। এঁরা এদের দলেরই। পালা ক'রে ক'রে এঁরা ঈশ্বরের ভজন কচ্ছেন। এই ছাউনিতে একজন ডাক্তারও আছেন। এঁদের পরই আছে দশনামী সাধুদের শিবির। সাধু, সাধু আর সাধু। পৃথিবীর আর কোথাও এত সাধুর সমাবেশ হয় না। আমরা এগিয়ে চলেছি আর ভাবছি মৌনী অমাবস্যায় সঙ্গমে স্নানের কথা।

(চলবে

মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রগতি

১। উদ্বৃত্ত জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ

ক) ৪১৩৪৮·৯২ একর
খ) বিলির অযোগ্য জমি ১২০৪৩·০১
গ) বিলির যোগ্য জমির মোট পরিমাণ ২৯৩০৫·৯১ একর
ঘ) বিলি জমির পরিমাণ ২৬৫০৪·৩১ একর

২। উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

ক) তপশীল জাতি	১৫৬১৬
খ) তপশীল উপজাতি	৫৫১০
গ) মুসলমান	৪০৫২৭
ঘ) অন্যান্য	১২৬৭৯
মোট—	৮১৩৩২

৩। ভূমিহীনকে বাস্তু জমি দান

২২২৫২ জন

ক) ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত গৃহের সংখ্যা ২৭৭৪

৪। জল সেচের ব্যবস্থা

	১৯৭২ সালের পূর্ব্বের অবস্থা	১৯৭২ থেকে আজ পর্য্যন্ত	মোট
ক) গভীর নলকূপ	২৬৪	১৩৯	৪০৩
খ) নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প	৯০	১৯৪	২৮৪
গ) অগভীর নলকূপ			
১] সরকারী মালিকানায়	×	৯০৯	৯০৯
২] সরকারী সাহায্যে ব্যক্তিগত মালিকানায়	৩৮৪৮	৪২৯০	৭৯৩৮
৩] অন্যান্য সাহায্য	×	৩২২৮	৩২২৮
৪] জলদি ফসল তোলা প্রকল্প মাধ্যমে	×	৭৭৪	৭৭৪

৫। জন সাধারণের মধ্যে সস্তাদরে ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি সরবরাহের পরিমাণ ১৬·২৭ লক্ষ মিটার

৬। জনসাধারণের মধ্যে সস্তাদরে কাগজ সরবরাহের পরিমাণ ২০৭ রীম ৬ দিস্তা

৭। ছাত্রদের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবায় বিপণি স্থাপন ২৫টি

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

স্বামী খুন স্ত্রী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং ঘটনার দিন মোরগ্রামে শ্যামসুন্দরের মেলা থেকে নেশা করে বাড়ী গিয়ে দোতলার ঘরে শুয়ে পড়ে। পার্বতীর প্ররোচনায় রাত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ওরফে নাড়ু জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে এবং ঘুমন্ত নন্দকে হেঁসো দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। নন্দর মৃতদেহ সেই রাত্রি এবং পরদিন সারা দিন ওই ঘরেই পড়ে থাকে। পার্বতী ওই অবস্থাতেই দিনেরবেলায় স্নান, রান্নাবান্না এবং খাওয়া-দাওয়া করে এবং সকলের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে। পরদিন রাত্রে নাড়ু অনিল দেবনাথ নামে গ্রামের একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসে এবং সেই একই পথে নন্দর মৃতদেহটি নামিয়ে কাঁধে করে মাঠের মধ্যে এক পুকুরের ধারে নিয়ে যায়। অনিল তাকে ঘর থেকে মৃতদেহটি নামাতে সাহায্য করে এবং আলো দেখিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে নন্দর মৃতদেহর সঙ্গে তার দিয়ে একটি কলসি বেঁধে মৃতদেহটি পুকুরে ফেলে দেয়। সাতদিন পর মৃতদেহটি ভেসে উঠলে লোক জানাজানি হয়ে যায় এবং পুলিশ এসে সেটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে।

সাগরদীঘ পুলিশ নন্দকে খুনের অভিযোগে নন্দর স্ত্রী পার্বতীবালাকে এবং সাহায্যকারী অনিল দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ওরফে নাড়ু পালিয়েছে, তবে পুলিশ তার পিছু ছাড়েনি। কয়েকজন পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যেই নাড়ুর অবস্থানের খবর পেয়ে হরিহরপাড়া এবং নবদ্বীপে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি।

আচ্ছা বৌ কপালে !

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেসে এই ব্যক্তির পাঁচ বছর জেল হয়। বছর দুয়েক আগে নাইত গ্রামে অবৈধ বেলেল্লাপনার জন্যে তার 'ধনঞ্জয়ের দশা' হয়েছিল। খবরে প্রকাশ, ৩ ফেব্রুয়ারী সে নাকি কয়েকজনের নামে মামলা করেছে।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- ❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- ❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- ❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- ❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক - মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
ফুলতলা
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?
একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।